Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, Published on April issue 2025, Page No. 809 - 816
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

ক্ষমতা ও পুরুষতান্ত্রিক আধিপত্যের উত্তরণে প্রতিবাদী নারীর বহুস্বর : আমি বাঁচতে চাই

জয়া দাস
গবেষক, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : jaya25das@gmail.com

Received Date *10. 04. 2025*
Selection Date *23. 04. 2025*

Keyword
Right, Dominance, Revolutionary, Rhetoric, Interaction, Power-hungry, Selfish, Patriarchal.

Abstract
Every human being has an equal right to live in a healthy society regardless of gender. In the Vedic period, the status of women was paramount in the society. As the civilization progressed, the male power gradually took away that dominance. As a result, the dignity and prestige of women has gradually decreased. Due to the fact that Abhaman has been crushed till now, they have finally come together and started protesting loudly. The famous French thinker and novelist Simon de Beauvais's revolutionary comment comes to mind in this regard - 'Nobody is born a woman, society makes her a woman'. What should be done and what should not be done since childhood, women are bound by restrictions. A long time ago, Aristotle said that the virtue of men is in eloquence and the glory of women in silence. Although in today's world this comment is quite childish. Most patriarchal societies desire this silent woman; there is no doubt about that even now. However, there is no hesitation in saying this, standing against the trend, prominent feminist men have also demanded women's fair rights, such as Virginia Woolf, Elizabeth Robbins, Dorothy Richardson, Rebecca West, etc. According to Wolf - "All injustice to women is the celebration of patriarchal cruelty". Maggie Hume calls upon women to be supremely independent, remembering the eternal difference between men and women. Although conscious men are not silent spectators. They also need cooperation to push the monopoly of patriarchal society. When a man is able to understand the interaction of both men and women in the society, a healthy society will be developed. On that day, women will not have to fight for their own rights. Women never demand the superiority of society, expect only the respect they deserve.

Four women are oppressed in different ways in the book 'Aami Vakhte Chai' by Sahityabaridhi Tapan Banerjee. Parni is raped, Sucharita is abused, Ipsita is bullied and the trio is a victim of eve-teasing lust. None of them have crouched in the eyes of power, have not hidden in the house, have not bowed their heads; rather, it has roared against injustice. The help of law has been taken to punish the culprits. They have continued their struggle in the face of

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

various adversities. Many efforts have been made to stifle everyone's protest by a group of authoritarian money-grubbing interests. The criminal's guilt has been proven - the guilty have finally been punished. A group of people with good sense has come to their side. Women have stood up and shown that they do not compromise with power and 'women are not losers'.

Discussion

এক

তপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আমি বাঁচতে চাই' গ্রন্থে একটি উপন্যাস ও তিনটি উপন্যাসিকা রয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়েই এক একজন নারী যার জীবনে ঘটে গেছে অনভিপ্রেত কিছু ঘটনা। 'ধর্ষিতা'য় পর্ণি স্কুলের ভালো ছাত্রী বরাবরই ক্লাসে ফার্স্ট হয়। রাত দশটায় ইংরেজি কোচিং ক্লাস থেকে ফেরার সময় নর পিশাচ রাতুলের শিকার হয়। স্টেশন চত্বর থেকে বেরোনোর সাথে সাথেই রাতুল তার পিছু নেয় এবং নানারকম ভাবে উত্যক্ত করতে থাকে। প্রতিবারই পর্ণি প্রত্যাখ্যান জানায়। রাতুল নামক হিংস্র পশুর কাছে প্রত্যাখ্যান মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ -

> "রাতুল রায় এ-শহরে যা চায়, তাই পায়।... আমি যদি ইচ্ছা করি তোকে তুলে নিতে আমার পাঁচ মিনিটও সময় লাগবে না! দদাঁড়া।"[১]

ক্রমশ সে বেপরোয়া হয়ে ওঠে পর্ণিকে আক্রমণ করে। বিপদের সম্মুখীন হয়ে নয়ানজুলি একলাফে পাড় হয়ে দৌড়ে পালায় ঝুপসি অন্ধকার জঙ্গলে। বহুবারই রাস্তা চলাচলে তাকে ছোঁয়ার চেষ্টা করেছে, বুলেট চালিয়ে কাছ ঘেঁষে চলে গেছে। ঝাঁপিয়ে পড়ার ঘটনা সেদিন রাতেই প্রথম। রাতুলও পিছু নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে খুঁজে চলেছে -

> "পর্নিকা শুনছে তার কাছাকাছি ঝোপগুলোয় পাগলের মতো হাতড়াচ্ছে রাতুল, আর বলছে, খুঁজে আমি পাবই। কোথায় আর যাবে! দরকার হলে সারারাত খুঁজব।"[২]

বাড়ি ফেরার সময় অতিক্রান্ত হওয়ায় পর্ণি'র মা তার সাথে যোগাযোগ করার চেষ্টা করে মোবাইলে গান বেজে ওঠে। ব্যাগ থেকে বের করে মোবাইল অফ করার আগেই হিংস্র জানোয়ার ঝাঁপিয়ে পড়ে। পর্নি নিজের আত্মারক্ষা ও সম্ভ্রম রক্ষার্থে আকুতি জানায় বহুবার। সেই মুহূর্তেওই রাতুলকে 'দাদা' বলে সম্বোধন করে। পর্ণিকা সর্বশক্তি দিয়ে নিজেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা চালায়। যুঝতে চাইছে দানবের হাত থেকে যে কিনা তার সমস্ত শরীর ছিঁড়েখুঁড়ে খেতে চাইছে, বিনিময়ে পড়ছে দুই গালে এলোপাথাড়ি চড়। ক্রোধে, প্রতিবাদে, লজ্জায়, ঘৃণায় চিৎকার করে কান্না পেলেও শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় সে শক্তিটুকু ছিল না তার।

> "প্রগাঢ় ও আঁধারের মধ্যে দাঁড়িয়ে প্রবল কাঁপুনি তার ধ্বস্ত শরীরে, কী করে বাড়ি ফিরবে, কী করে মুখের মুখ দেখাবে সারা পৃথিবীর কাছে!"[৩]

অবশেষে ছিন্নভিন্ন পোশাকে টলতে টলতে রাত্রি সাড়ে এগারোটার পর বাড়ি ফিরে আসে পর্ণিকা। মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নার ভেঙ্গে পড়ে বলে - 'মা, আমি শেষ হয়ে গেছি'।

যে পর্ণি ধর্ষিতা হয়েছে লজ্জায় সে প্রায় নিজেকে গৃহবন্দী করে নিয়েছে। স্কুল যাওয়া বন্ধ করেছে, দীর্ঘদিন যায়নি কোচিংএ, বন্ধুদের ফোন ধরেনি এমনকি তার প্রেমিক তথা প্রিয় বন্ধু বিতোষের ফোন কিংবা এমত্রমত্রসের রিপ্লাই দেয়নি। অদূরেই তার জীবনের বড় একটি পরীক্ষা মাধ্যমিক। ঘটনার পরদিন সকালে পর্ণির বাবা ব্রতদাসবাবু বাজারে পর্যন্ত যেতে পারেননি লোকলজ্জার ভয়ে। অপরাধী ক্ষমতার আস্ফালন দেখাতে পরদিন যথারীতি পনির বাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা কাঁপিয়ে বিশ্রী শব্দে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে চলে যায় বিকট হাঁসি দিয়ে। মনের ভেতরে প্রতিবাদী সত্তা জাগ্রত হয় পদক্ষেপ নেয় অপরাধীকে যথা উপযুক্ত শাস্তি দেবার। এ প্রসঙ্গে মনে হয় পর্নি যেন বলে চেয়েছে -

"হে বিধাতা, আমায় রেখো না বাক্যহীন,
রক্তে মোর জাগে রুদ্রবীণা।
উত্তরিয়া জীবনের সর্বোত্তম মুহূর্তের পরে
জীবনের সর্বোত্তম বাণী যেন ঝরে
কণ্ঠ হতে।"[৪]

পর্নির বাবার সাথে থানায় গিয়ে এফআইআর লিখে জমা করে অভিযোগ জানাতে গিয়ে নানাভাবে অপদস্ত হতে হয়। ইন্সপেক্টর তাদের আর্জি জমা নেয়নি। অপরাধীকে করা শাস্তি দেওয়ার পদক্ষেপ না তো দূর উপরন্ত থানার ইন্সপেক্টর নিজেই বিষয়টির সাথে আপোষ করে নেবার পরামর্শ দেন। অপরাধী শহরের বিত্তশালী ব্যক্তির পুত্র হওয়ায় অভিযোগপত্র জমা নেবার পূর্বেই তিনি জানিয়ে দেন সাক্ষী ছাড়া মামলা টিকবে না। 'ক্ষমতার ভাষা' প্রবন্ধে প্রফেসর সৌরেন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন -

> "যখন কোনও বিচারের আগে রায় ঘোষণা হয়ে যায় কিংবা পুলিশি তদন্তের আগেই শাসন ক্ষমতার প্রধানের মুখে শোনা যায়,' 'আমি বলি, ওটা ধর্ষণ ছিল না।'"[৫]

আরো কিছু অনভিপ্রেত প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় পর্ণিকে। থানার দারোগা থেকে এস.পি, ডি.এম পর্যন্ত সকলকেই সন্তুষ্ট রাখতে কুশধ্বজ মাঝে মধ্যে ভেট দিয়ে থাকেন 'মাসকাবারি সাথে দুটো বড়ো বোতল'। যার ফলে সকলেই কুশধ্বজ বাবুর চাটুকারিতা ও পদলেহন করে। কুশধ্বজের পুত্রের অপরাধ আড়াল করতে প্রশাসনিক কর্তারা আইন শৃঙ্খলা, নিজেদের কর্তব্য তথা নৈতিকতা সবকিছুই বিসর্জন দিয়েছেন। কর্মসূত্রে ডি.এম ব্রতদাস বাবুর বস। সাধারণ ইউডিরা সেখান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনা, সঠিক বিচার তো দূরের কথা। বড়ো ব্যবসায়ী হওয়ার সুবাদে ক্ষমতা বলে মামলা দখিল হওয়ার পূর্বেই কুশধ্বজের কাছে সে খবর পৌঁছে যায়। টেলিফোনে সৎ নিরীহ ব্রতদাসবাবুকে শুনতে হয় আরও কিছু অপমানজনক কটূক্তি। অবশেষে বিএন সিনহার লেখা অভিযোগ পত্রটি চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে জমা করা হয়। পর্নির জীবনে শুরু হয় আরো বড়ো লড়াই।

প্রশাসনিক কর্তারা কখনো কেউ কেউ অর্থের লালসার কাছে এতটাই নিজেদের বিক্রি করে দেন যে, প্রাপ্ত চেয়ারের সম্মানটুকু রাখেতে জানেন না। এক্ষেত্রেও তার প্রমাণ মেলে স্বয়ং ডিএম সাহেব ব্রতদাসবাবু'কে মামলা করার দায়ে পরোক্ষভাবে শাস্তি দিয়েছেন। কুশধ্বজের ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত করেন। কোর্টের অর্ডার পেয়ে ইন্সপেক্টর পুনরায় মামলা রুজু করার সময়েও পর্নিকে থানায় ডেকে অপমান করায় হয়। নারীচেতনাবাদী তাত্ত্বিক বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করে বলেছেন -

> "Every critical handle like author, is itself trained and suspect. Every critic, male or female, is trained in the techniques of paternal criticism."[৬]

অপরাধীকে ফাঁসানো হয়েছে বলে নাবালিকা ধর্ষিতা নারীকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়। সমাজে প্রশাসন যেখানে নারীর সুরক্ষা দিতে অপরাগ সেখানে আঙুল তোলা হয়েছে ধর্ষিতার ওপরেই। এ লজ্জা যেন ধর্ষকের নয় ধর্ষিতার। মহিলা কমিশনার রশ্মি সরকার পর্নির পাশে লড়াইয়ের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দিয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে সেটিং প্রকল্পের পরিকল্পনা করে ফেলে। শত অপমান ও বাঁধা অতিক্রম করে পর্নি তার বাবার সাথে নির্দিষ্ট দিনে কোর্টে হাজির হয় সঠিক বিচারের আশায়।

চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রেমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের এজলাসে বসেই পেশকারের নিকট প্রথমেই ব্রতদাস বাগচি'র মামলা কত নম্বরে তা জেনে নেন। একজন নাবালিকা মেয়ের ধর্ষণের মামলা সেটি যথেষ্ট স্পর্শকাতর। সুতরাং ম্যাজিস্ট্রেট মামলাটি চলাকালীন সময়ে সেই মামলা বাদী ও উকিল ব্যতীত অন্য মামলার কাউকেই সেখান উপস্থিত থাকার অনুমতি দেননি। মামলা শুরু হতেই কুশধ্বজের নিযুক্ত উকিল রাতুলকে ধোঁয়া তুলসী প্রমান করতে যথেষ্ট তৎপর। থানার ইন্সপেক্টর,

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ডিএম সাহেব দেখানো পন্থা অবলম্বন করে উকিলবাবুই জোগার করে ফেলে হোটেলের বিল। যাতে প্রমাণ করা যায় তার ক্লায়েন্ট নির্দোষ। ঘটনার দিন শহরের ছিল না রাতুল। এসব তথ্য যে টাকার বিনিময়ে সহজেই পাওয়া যায় তা ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও জানেন। এমন ভুঁয়ো প্রমাণ পেয়ে সিজিএম নিজেও বিদ্রুপের হাঁসি হেঁসে ওঠেন। মামলাটি ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের অধীনে পাঠিয়ে দেন।

রোজ ভোরে আজও যেমন নতুন সূর্য উদিত হয় তেমনই সমাজ থেকে আইন শৃঙ্খলা, সততা নি:শেষিত হয়ে যায়নি। ফার্স্ট কোর্টের ম্যাডাম প্রচণ্ড স্ট্রিক্ট। পরবর্তী হেয়েরিং করে চিফ ম্যাডিক্যাল অফিসারের তত্ত্বাবধানে পর্ণির ম্যাডিক্যাল টেস্ট করে রিপোর্ট চেয়ে পাঠান। কতোয়ালি থানার ওসি রেপ ভিক্টিমের এফআইআর কেন নেননি সেই কারণ ব্যাখ্যাসহ পরের শুনানির দিন আদালতে উপস্থিত থাকার নির্দেশ দেন। বিপক্ষ বাদী পক্ষ আর্থিক বলে বলবান হওয়ায় কোনভাবেই হার স্বীকার করতে অর্থাৎ আপরাধের সাজা পেতে রাজি নয়। কলকাতার খ্যাতিমান ব্যারিস্টার হায়ার করে আনেন। একদিকে ব্রতদাসবাবুকে মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী শুনিয়ে রাখেন। ডি.এমকে দিয়ে চাপ সৃষ্টি করে মামলা তুলে নিতে। কাউন্সিলর একজন নারী হয়েও ক্ষমতায়নের কাছে বিক্রি হয়ে গেছেন। পর্ণির বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়ে ধর্ষিতা নারীর সমাজের চোখে কি অবস্থান সে বিষয়ে তার বাবা-মাকে বোঝাতে থাকেন। রেশ্মি সরকার এত জানান মামলা বাগচিবাবুর হার হলে কুশধ্বজ মানহানির মামলা দায়ের করবেন। একথা বুঝতে অসুবিধে হয় না কোনরূপ সহমর্মিতা নয়, কতদূর বলবান কুশধ্বজ তারই ধ্বজাধারী হয়ে সমবেদনা জানাতে এসেছিলেন মহিলা কাউন্সিলর। সাম্প্রতিককালেও এমন বহু ঘটনার প্রমাণ মেলে। দ্বান্দিক পরিস্থিতিতে একজন পিতার হিসেবে ব্রতদাসবাবু অনেকটাই ভেঙে পড়েন। লড়াকু মনের সাহসী কন্যা বাবা- কে সাহস জোগাড়, জোর গলায় বলে -

> “...অত ভেঙে পড়লে হবে না। শেষপর্যন্ত লড়াই করতে হবে। একটা লোফারকে যদি আমরা ছেড়ে দিই, তা হলে তার স্পর্ধা আরও বেড়ে যাবে। বাবাকে বোলো ভেঙে না পড়তে।”[৭]

কোর্টে মামলা শুরু হয়। ফার্স্ট ট্র্যাক কোর্টের ম্যাজিস্ট্রেট স্মিতা সিংহরায় পর্ণির মামলাটি যেন সর্বপ্রথম শুনানি হয় সেই নিদের্শ দেন পেশকারকে। বিচারক নিজের একজন নারী তথা একটি কন্যা সন্তানের মা। চাকুরি জীবনের মধ্যবর্তী সময় পৌঁছে বহু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন। চারিদিকে ধর্ষণের মামলা এত বেড়ে যাওয়ায় তিনি সারাদিন নিজেও শঙ্কিত থাকেন নিজের কন্যাকে নিয়ে। বিচারকের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন চোখ দিয়েই খানিকটা বিচার করে নিতে পারেন কে অপরাধী কে অপরাধের শিকার। বিপরীত পক্ষের ডাকসেটে উকিল দিল্লি থেকে এসেছেন। পর্নির লিখিত অভিযোগগুলি যুক্তি দেখিয়ে একে একে সব নস্যাৎ করে দেন। উপরন্ত পর্নির ওপর একাধিক দোষারোপ করতে থাকেন। শেষপর্যন্ত আদালত কক্ষে কেউ শুনতে হয় ধর্ষণকারীকে বিবাহ করার অভিসন্ধিতে পর্ণি ধর্ষণের মামলা সাজিয়েছে এবং তার একাধিক প্রেমিক আছে। কুশধ্বজের পুত্র অর্থবান ও প্রতিপত্তিশালী হওয়ায় তার পাখির চোখ রাতুল। চরিত্র নিয়ে এভাবে চটুল কথা শোনার পর সেখানেই পর্নি অজ্ঞান হয়ে যায়। ম্যাজিস্ট্রেট নিজেও তা বুঝে বলেন -

> “শিগগির হাসপাতালে নিয়ে যান ওকে। মনে হচ্ছে খুব শক এই জ্ঞান হারিয়েছে।”[৮]

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেয়ে পরদিন যথারীতি কোর্টরুমে হাজির হয় ব্রতদাস বাগচি ও তার কন্যা উভয়েই। অভিযোগকারীর বিরুদ্ধেই একাধিক অভিযোগ আনা হয়। প্রথমত সে আদৌ ঐ রাতে কোচিং-এ গিয়েছিল কিনা সম্পূর্ণ ঘটনাই মনগড়া। দ্বিতীয় দীর্ঘ নয়নজুলি একটি মেয়ের পক্ষে একলাফে পার হওয়া সম্ভব নয়। তৃতীয় পর্ণি ছোটখাটো চেহারার নয় যে ধর্ষণের সময় বাধা দিতে অক্ষম। উভয় পক্ষের উকিলের কথা শুনে বিচারক স্থানীয় ইন্সপেক্টর এর তত্ত্বাবধানে ঘটনার পুনর নির্মাণের নির্দেশ দেন সঙ্গে যথাযথ ভিডিও রেকর্ডিং।

দেশের বিচার ব্যবস্থা এমনই যে, ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের হওয়ার পরেও লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ প্রশাসন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে গ্রেফতারী পরোয়ানা জারি করতে পারে না। উপরন্ত যে এই ঘৃণ্যতম অপরাধের শিকার তাকেই পুনরায় ঐ দীর্ঘ নয়ানজুলি এক লাফে পাড় হয়ে অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণায় বিধ্বস্ত পর্ণি

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দ্বিতীয়বার হাসপাতালের শয্যা গ্রহণ করে। অপরদিকে যেকোন শ্রীঘরে যাবার আশঙ্কায় কুশধ্বজ পুত্রের জন্য অগ্রিম জামিনের ব্যবস্থা করে। বিপরীত পক্ষের শঙ্কা বাস্তবে রূপান্তরিত হল। বাদী পক্ষের উকিল বিএম সিনহা তথ্য ও প্রমাণ সমেত পেশ করলেন ধর্ষণকারী রাতে পর্নির পোশাক এবং হাসপাতালের মেডিক্যাল টেস্টের রিপোর্ট। রিপোর্টে লেখা আছে ধর্ষিতা কিশোরী অন্তঃসত্ত্বা। ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তের রক্ত ও ধর্ষিতার ভ্রূনের ডিএনএ টেস্ট করার নির্দেশ দেয়। যদিও বিচারক খবরের কাগজ পড়ে আগেই জেনে যান মেয়েটি অন্তঃসত্ত্বা।

আদালতের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সাক্ষী হিসেবে কোর্টে উপস্থিত হন পর্নির ইংরেজি শিক্ষক অবনীন্দ্রনাথ মিত্র যার কাছে ঘটনার দিন সন্ধ্যেবেলা সে পড়তে গিয়েছিল। দ্বিতীয় সাক্ষী আশালতা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের হেডমিস্ট্রেস রমলা মুখার্জি এসেছেন বিদ্যালয়ের প্রায় চোদ্দোশো কিশোরীকে সঙ্গে নিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে। মেরা মৌন মিছিল করে হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে প্রথমে ডিএম অফিসে এবং পরে আদালত প্রাঙ্গনে এসে হাজির হয়েছে। প্ল্যাকার্ডগুলিতে লেখা রয়েছে -

> “ ‘মেয়েদের উপর অত্যাচারের জবাব চাই জবাব চাইম।’ কোনটাতেও লেখা, ‘অপরাধীর কঠোর শাস্তি চাই’। কোনটায়ও লেখা, ‘মেয়েদের অসম্মান সইব না সইব না’, কোনওটায় লেখা; ‘প্রশাসন চুপ করে কেন? জবাব চাই জবাব চাই’। কোনওটায় লেখা, ‘পুলিশ কেন এফআইআর না নিয়ে ফিরিয়ে দেয়? জবাব চাই জবাব চাই।’ ”[৮]

প্রধান শিক্ষিকা তার ছাত্রী সম্পর্কে জানান সে খুব ভালো ছাত্রী নয় ভালো সুন্দর মনের মানুষও বটে এবং তার সম্ভাবনার কথাও বলেন। পর্ণি এই বছরের একজন মাধ্যমিকের ছাত্রী। তার শিক্ষিকারা সকলেই আশাবাদী সে জেলায় সবচেয়ে বেশি নম্বর তো পাবেই রাজ্যেও প্রথম দশ জনের মধ্যে স্থান করতে পারবে। এ এছাড়াও প্রমাণ সাপেক্ষে মনে করিয়ে দিয়েছেন মধ্যমগ্রামে একটি কিশোরীর ভ্রুনের নমুনা ও টিসু স্যাম্পেল দিয়ে সেই রিপোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে আদেশদিতে। হত্যাকাণ্ড মামলাতেও ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেটের হাতে দেওয়া হয়েছে এক্সিবিটের ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি টেস্টের রিপোর্ট। ডিএনএ টেস্টের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করতে হবে দু-তিন দিন। অভিযুক্ত রাতুল রায় সপক্ষে দুটো শব্দই বলেছিল ‘আমি নির্দোষ’। পর্নিকে ম্যাজিস্ট্রেট কিছু বলার আছে কিনা জিজ্ঞেস করাতে জানায় তার কিছু বক্তব্য আছে। সে পুরো ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন।

অন্ধকার ঘটনার পাশাপাশি তুলে ধরে তার লড়াইয়ে যারা সর্বদাই সাহস দিয়েছে। তাদের প্রত্যেকের প্রতি কৃতজ্ঞতা। সহপাঠীরা, তার শিক্ষক শিক্ষিকারা বারবার তাদের বাড়িতে এসেছে, অসুস্থতার খবর পেয়ে হাসপাতাল দৌড়ে গিয়েছে। তার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু বিতোষ এই ঘটনার পরও তাকে ছেড়ে চলে যায়নি বারংবার তাকে টেলিফোন করে, মেসেজ করে ভেঙে না পড়ার পরামর্শ দিয়েছে। যে সব সহপাঠীরা জীবনের কোন কোন সময় শ্লীলতাহানির শিকার হয়েছে তারও পর্নির হাত শক্ত করে ধরেছে। সে জানায় কোন মেয়ে ধর্ষিতা হলে কখনোই অন্য কোন পুরুষের নাম ইচ্ছাকৃত জড়াবে না। ধর্ষকের প্রস্তাবটি ম্যাডামের সম্মুখে ব্যক্ত করেছে। ডিএনএ টেস্টে পর্নির শরীরে বাসা বাঁধা ভ্রূণ এর জনক ধর্ষণকারী হলে সে ধর্ষিতাকে বিয়ে করবে। এই নিষ্ঠুর প্রস্তাব মামলার সচ্ছতা প্রমাণের যথেষ্ট। ধর্ষিতা যেন স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারে আর সমাজে পাঁচজন নারীর মতোই বাঁচে সেই উদ্দেশ্যেই তার অভিজ্ঞতা সবাইকে জানানো।

ক্ষমতার দ্বারা প্রভাবশালী মহল থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও আরজি জানানো হয় অভিযুক্তের বয়সের কথা বিবেচনা করে শাস্তি কিছুটা লঘু করার। কিন্ত বিচারক যথেষ্ট মেথোডিকাল এবং এথিকস মেনে চলেন। ডিএনএ টেস্টের রিপোর্টটি ও যথোপযুক্ত অভিযোগ প্রমাণিত হয় মামলায় অভিযুক্ত রাতুল রায়কে দশ বছরের কারাদণ্ড ও দু-হাজার টাকার জরিমানা এবং অন্য দায়ে আরো দু-বছরের কারাদণ্ড ঘোষণা করেন ম্যাজিস্ট্রেট। একই সাথে পর্নির শরীরে বেড়ে ওঠা ভ্রূণকেও নষ্ট করার নির্দেশ দিয়েছেন। নাবালিকা মেয়েটি যেন পুনরায় সুস্থ স্বাভাবিক জীবন যাপনে ফিরে আসে। স্কুলের শিক্ষিকাদের অনুরোধ জানান তাদের তত্ত্বাবধানে সে যেন এ বছরেই জীবনের বড়ো পরীক্ষায় বসে। অপরাধী ক্ষমতাবান হওয়ায় তারা উপরের কোর্টে যেতেই পারে। তবে স্কুলের শিক্ষিকারাও পর্ণীকে আশ্বাস দিয়েছে অপরাধীকে সাজা পেতে হবেই। প্রয়োজনে তারা সকলে চাঁদা তুলে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবে অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক সাজা দিতে।

যেন লড়াই করার সাহস পায় মেয়েরা। কালো মেঘ কেটে গিয়ে পর্ণির জীবনে আলোয় ভরে ওঠে। পৃথিবীরকে মনে হয় ‘সত্যিই সুন্দর’।

দুই

একজন নারী আইএস অফিসারের গল্প। স্বামী অশোক শেষাদ্রি সেও আইএস। সুরিতা অশোক দুজনে একটি ব্যাচের আইএস। দুজনে দুই পদে অবস্থিত। অশোক পাবলিক হেলথ সুরিতা একটা স্টেট লেভেলে কর্পোরেশন এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। সুরিতা দক্ষিণ ভারতীয় অপূর্ব সুন্দরী। স্বামী ব্যতীত একটি পার্টিতে তাকে গিয়ে হতে হয় লাঞ্ছিতা। উচ্চ পদস্থ অফিসার জোর করেই তার হাতে উত্তেজক পানীয়ের গ্লাস ধরিয়ে দেয়। বাধ্য করে সিপ নিতে। পাশে বসে প্রথমে তার হাতের আঙুলটি এবং ধীরে ধীরে বলশালী হাতের বাঁধন দিয়ে তাকে বেষ্টন করে ধরে। প্রস্তাব দেয় একটি আলাদা ঘরে একান্ত কিছুক্ষণ সময় কাটাবার। সুডিটা এই বেষ্টনটি ছাড়িয়ে নিতে চাইলে -

> “অজিত সিং আরো একটু সাহসী হয়ে সুরিতার পশ্চাদ্দেশে একটা ছোট্ট চাপড় মেরে বলেন ইয়োর বাটকস আর ভেরি অ্যাট্রাক্টিভ।”[৯]

অপমানে ঘৃনায় তৎক্ষণাৎ পার্টি ছেড়ে শুরুটা ফিরে আসে। স্বামী অশোককে জানানোর পর দুজনে সিদ্ধান্ত নেয় তারা লিখিত আকারে বিষয়টি রাজ্যপালকে জানাবেন গভর্নরের সেক্রেটারি সিদ্ধইয়ার কাছে মুখ বন্ধ খাম তুলে ধরেন সুরিতা। কিন্তু রাজ্যপাল এর কাছে কোন খাম সরাসরি গিয়ে পৌঁছয় না তার সেক্রেটারি দু লাইনের তার সারাংশ লিখে পাঠান। অভিযোগ পত্রটি পাওয়া মাত্রই সিদ্ধাইয়া নিজেই খবরটি চেপে যান। কারণ অজিত সিং তখন এ রাজ্যের ‘ব্লু-আইড বয়’। তাকে খুশি করতে পারলে ভালো পোস্টিং পাওয়া যায়। গভর্নর হাউস থেকে কোনরূপ সহযোগিতার আশ্বাস না পেয়ে ঘটনাক্রমের নবম দিনে তারা এফআইআর দায়ের করার উদ্যোগী হয়।

পূর্বেও কর্মস্থলে সুরিতাকে প্রচুর লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে। গর্ভবতী অবস্থায় আসন্ন সন্তানে আসার আনন্দে সে সময় সেই লাঞ্ছনা সে সহ্য করে নিয়েছে। কিন্তু এক দুর্ঘটনায় তার গর্ভপাত ঘটে। সেই লাঞ্ছনা আজও সে বয়ে নিয়ে চলছে। একজন আইএস অফিসারের এফআইআর দায়ের করেও কোন লাভ হয় না। এরপর তারাও কোর্টের শরণাপন্ন হয়। কোর্ট এর আদেশনামাটি ও কনফিডেন্সিয়াল ফাইল কভারে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। তদন্তকারী অফিসারের রিপোর্টে মহিলা আইএস এর সম্ভ্রমের হানি ঘটিয়েছে তাই নয়, বহু কীর্তিকলাপের কাহিনীও লেখা রয়েছে। একদিকে যেমন তদন্তকারী অফিসার নিরঞ্জন ত্রিপাঠীকে ছুটিতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অপরদিকে চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটদের আদেশের বিরুদ্ধে অজিত সিং বাদল হাইকোর্টে আপিল করেন। অজিত সিং এর হয়ে লড়তে এসেছেন সুপ্রিম কোর্টের লইয়ার। হাইকোর্টের আপিল হওয়ায় কেসটি অজিত সিং এর ফেভারে চলে যায় লোয়ার কোর্টের কিছু টেকনিক্যাল ভুলে। এর পাশাপাশি সুরিচার সুশান্তিকে নিম্ন পদে ট্রান্সফার করা হয়।

অশোক শেষাদ্রি কিছুদিন পরে খবর পেয়েছেন ডিভিশন বেঞ্চ সমর্থন করেছে সিঙ্গেল বেঞ্চের অর্ডারকে তারাও হেরে যাবার পাত্র নয় চ্যালেঞ্জ করেছে ডিভিশন বেঞ্চে। দীর্ঘ সময় ধরে ন্যায় বিচারের আশায় এবং অপরাধীকে শাস্তি দিতে তারা লড়াই চালিয়ে গেছে। দেশের সকল নামী সংবাদপত্রে ছেয়ে গেছে খবর। যদিও একজন মহিলার সম্ভব এর কথা ভেবে কোথাও নাম প্রকাশ করা হয়নি। গোটা দেশেই দ্বিধাবিভক্ত প্রতিক্রিয়া পাওয়া গেছে। উক্তিগুলি যেমন -

> “এ লড়াই হল - পুরুষের বাহুবল বনাম নারীর শারীরিক দূর্বলতা
> এ লড়াই হল - আইপিএস বনাম আইএএস
> এর লড়াই হল - ক্ষমতার দম্ভ বড়ো না নারীর সম্ভ্রম!
> একজন পুরুষ এক নারীর সম্ভ্রম লাঞ্ছিত করেছেন, সর্বসমক্ষে ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করেছেন তা যেন খুব সাধারণ ব্যাপার।
> তার চেয়েও বড় হয়ে উঠেছে ইগোর লড়াই, ক্ষমতা প্রদর্শন।”[১০]

সুরিতা শেষাদ্রিকে সঠিক বিচার পেতে যেতে হয় সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। সময় লেগে গিয়েছিল পাঁচ বছর। একজন বিদুষী নারীর সম্মানহানিই হয়নি তার অভিজাত সত্তাকে সস্তা করে দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে অজিত সিং বাদলের শাস্তি হয় তিন মাসের সশ্রম কারাদণ্ড এবং পাঁচশো টাকা জরিমানা। অজিত সিং সেসময় কোন প্রবল প্রতাপ সবই ম্লান হয়েছে। কারণ সে সময় কোন চেয়ারের অধিকর্তা ছিলেন না। চাকরি থেকে অবসর পেয়েছেন। দীর্ঘ সময় ধরে বিচার চালানোর জন্য প্রয়োজন বিপুল অর্থ। সুরিতার শেষাদ্রি সে ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধে হয়নি। একজন আইএসকে এভাবে দিনেরপর দিন ধৈর্য ধরে থাকতে হয়েছে বিচারের আশায়। কিন্তু সাধারণ নারীর না থাকে অর্থবল না থাকে মনোবল। সুতরাং তাদের লাঞ্ছনা মুখ বুজে মেনে নিতে রাতের অন্ধকারে বালিশ শুনতে পায় চাপা কান্নার রোল।

তিন

নিগৃহীতা হয়েছে এক মহিলা সাংবাদিক নিজেরই সাংবাদিক পিতৃসম বসের দ্বারা। দু-দুদিন ব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান চলাকালীন একটি হোটেলে রাত্রে লেডিস টয়লেট থেকে ঈপ্সিতা যখনই বেরিয়েছে তখনই তার হাত ধরে টেনে ঢুকে পড়েছেন লেডিস টয়লেটে তাদের চিফ এডিটার অনিল আগ্রবাল। এ কথা কাউকে জানাতে না পেরে একটি মেল করে অভিযোগ জানান অলকা বাজাজ এডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার 'অনুসন্ধান'র। ঘটনাক্রমে মেইলটি ফরওয়ার্ড হয়ে চলে আসে 'অক্ষর' নামক একটি পত্রিকার অফিসে। অক্ষর পত্রিকা এই খবরটি ছেপে দেয় তাদের সংবাদপত্রে। খবরটি জানা মাত্রই উর্ধতন কর্তৃপক্ষ ঈপ্সিতাকে নানাভাবে বোঝানোর চেষ্টা করে।

শ্লীলতাহানির অপরাধের অপরাধী কে কঠোর শাস্তি দিতে ইপ্সিতাকেও আইনের আশ্রয় নিতে হয় মুম্বাই থেকে কলকাতায় এসে এফআইআর দাখিল করে অনেক আগারওয়াল অন্তর্বর্তী জামিনের জন্য আবেদন করেন কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হয়নি অনিল আগারওয়াল ক্রিকেট গ্রেফতার করেছে কলকাতা পুলিশ। যুদ্ধের ফার্স্ট রাউন্ডে লড়াইয়ে জিত হয়েছে ইপ্সিতার। অনেক আগারওয়ালের মতো ক্ষমতাবান এবং প্রভাবশালীরা হয়তো আরও অনেক আদালতে যাবে রায়ের বিরুদ্ধে। হাইকোর্টের রায় ঐতিহাসিক জয় যাত্রা শুরু।

চার

১৬ই ডিসেম্বর ২০১২ দিল্লিতে রাত্রিতে যে ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছিল তার প্রভাব সমস্ত পড়ে সমস্ত ভারতবর্ষের অলিতে - গলিতে। বিশেষত কন্যা সন্তানের বাবা মায়ের প্রত্যেকেই বিচলিত হয়ে যায় তাদের সন্তানকে বাইরে পাঠাতে। পড়াশোনা কিংবা যেকোনো কাজেই তাদের সন্তানটি বাইরে বেরোলে দুশ্চিন্তার শেষ থাকে না। দামিনীর শরীরকে যেভাবে ছিন্নভিন্ন করেছিল একদল নরখাদক। সেই আতঙ্কে ভয়ে ক্ষোভে গোটা দেশ ফুসছিল। তার প্রভাব পড়েছিল শহর কলকাতা তথা মফস্বল শহরগুলিতেও। মানুষের জীবনযাত্রা কোথাও যেন থেমে গিয়েছিল। এয়ী নবম শ্রেণীর ছাত্রী তাকে টিউশন পড়তে পাঠাতে বাবা-মায়ের কোথাও যেন সেই আশঙ্কায় ঘিরে ধরেছিল। ঘটনার প্রভাবে তার বন্ধুরা দু-একদিন জন্য পড়া বন্ধ দিলেও ভবিষ্যতের কথা ভেবে জোটবদ্ধ হয়ে পড়তে যায়। টিউশন থেকে ফেরার পথে তুই ও তার বন্ধুকেও ইভটিজারের লালসার শিকার হতে হয়। পরদিন থেকে তারা অভিসন্ধি করে কিভাবে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবে। শারীরিক যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে অবশেষে প্রাণ ত্যাগ করে দামিনী। ধর্ষকদের কঠোর শাস্তির দাবিতে গোটা দেশ গর্জে ওঠে 'উই ওয়ান্ট জাস্টিস'। ত্রয়ী-তনুকা-দূর্বা-পায়েল চারজনেই স্যারের সাথে মোমবাতি জ্বালিয়ে স্মরণ সভায় সামিল হয়। এই প্রদীপ প্রজ্জ্বলন দামিনীর স্মরণ তথা সমাজের অন্ধকারের দূর করে উজ্জ্বল সুন্দর সভ্য সমাজের আশায়।

লেখক তপন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন আমলা হওয়ার খুব কাছ থেকে দেখেছেন উপলব্ধি করেছেন আইনের মারপ্যাচ। কিভাবে মানুষকে বিচারের আশায় দীর্ঘ লড়াই চালিয়ে যেতে হয়। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কিভাবে অর্থবলে ক্ষমতাবলে নীরবে নীরব করার অভিসন্ধি করা হয়। তবুও লেখক আশাবাদী দেরীতে হলেও সত্যের জয়ঢাক বাজবেই।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - ii, April 2025, TIRJ/April 25/article - 90
Website: https://tirj.org.in, Page No. 809 - 816
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়ে তপন, 'আমি বাঁচতে চাই', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২৪, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ১২

২. তদেব, পৃ. ১৪

৩. তদেব, পৃ. ১৬

৪. ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্র- রচনাবলী (অষ্টম খন্ড), পৌষ ১৪১০, বিশ্বভারতী, ৬ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড, কলকাতা ১৭, পৃ. ৩৫

৫. বিশ্বাস সেনগুপ্ত শ্যামশ্রী, সংকলন ও সম্পাদনা, বহুরূপে ভাষা (প্রথম খন্ড), প্রতিভাস, প্রথম প্রকাশ ১২ অক্টোবর, ২০১৫ (মহালয়া), কলকাতা- ৭০০০০২, পৃ. ১১১

৬. ভট্টাচার্য তপোধীর, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় সংস্করণ: ফেব্রুয়ারি ২০০৬, কলকাতা-৯, পৃ. ১২১

৭. বন্দ্যোপাধ্যায় তপন, 'আমি বাঁচতে চাই', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ মাঘ ১৪২৪, জানুয়ারি ২০১৮, পৃ. ৯৭

৮. তদেব; পৃ. ১৫০

৯. তদেব; পৃ. ১৭৮

১০. তদেব; পৃ. ২০৮